aspbd.com
your application service provider
service@aspbd.com
Bangla Dynamic PDF Creator

ইন্টারনেট সংস্করণ
আমার দেশ
সবার কথা বলে

স্বাগত ১৪১৬

সেনাবাহিনী, রাজনৈতিক দল ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ রাষ্ট্রনায়ক জিয়াউর রহমান

২০০৯-০৫-৩০ : ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সম্পর্কে কথা বলতে গেলে বর্তমান বাংলাদেশকে নিয়ে দুঃখ হয়। আজকে আমরা বাংলাদেশকে নতুনভাবে সাজানোর স্বপ্নের কথা বলছি, মূলত এসব ধারণা খুবই স্বচ্ছভাবে প্রায় ৩০ বছর আগে জিয়াউর রহমান বলে গেছেন। একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার জন্য তিনি যে কাজ শুরু করেছিলেন, তার ধারাবাহিকতা কেউ রক্ষা করেননি। 'গণতন্ত্র' ধারণাটাই পদে পদে হোঁচট খাচ্ছে।

সেনাবাহিনী, রাজনৈতিক দল ও বাংলাদেশ—এ তিনটি প্রত্যয়কে তিনি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত করে দেখার চেষ্টা করেছিলেন। দেশের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে প্রথম দুটোর ভূমিকাকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। আবার প্রত্যেকটির কর্মপ্রক্রিয়াও তিনি ঠিক করে দিয়েছিলেন।

আমার চিন্তা ছিল, কনভেনশনাল আর্মির পাশাপাশি গোটা জাতিকে সামরিক শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করতে না পারলে দেশের প্রতিরক্ষা সুদৃঢ় হবে না। এ জন্য আর্মিকে দেশের জনগণকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজে লাগাতে হবে। এই চিন্তাটি আমি আমার এক বইয়ে লিখেছি। জিয়াউর রহমান আমার এই চিন্তা সমর্থন করেছিলেন। তবে তিনি প্রথমে ছাত্রদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়ার কথা চিন্তা করেন। এ জন্য তিনি বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) গঠন করেছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অটুট রাখতে সেনাবাহিনীকে শৃঙ্খলাপূর্ণ ও অত্যাধুনিক একটি বাহিনী হিসেবে তিনি গড়ে তুলেছিলেন।

শেখ মুজিব যে একদলীয় শাসন বা বাকশাল করেছিলেন, জিয়াউর রহমান সেটিকে সঠিক মনে করতেন না। এ জন্য তিনি বহুদলীয় গণতন্ত্রের পদ্ধতিও পুনরুদ্ধার করেন। তিনি জানতেন, রাজনীতিকে ঠিকমত চালাতে হলে, সুন্দর করে রাজনীতি করতে হলে শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের দরকার। সে জন্য তিনি নিজে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যান্য দলকেও রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেন। বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তাঁর একটি বিরাট অবদান। জিয়াউর রহমান সামরিক বাহিনীর সদস্য হয়েও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ওপর বিশ্বাস করেছিলেন। বাংলাদেশে তিনিই প্রথম ফ্রি ইলেকশন করেন। তার সময়ে বিভিন্ন দল সংসদে আসন লাভ করে। শক্তিশালী রাজনৈতিক সরকার ও বিরোধী দলের প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি বিভিন্ন আলোচনায় বলতেন।

একজন শাসক তখনই রাষ্ট্রনায়কে পরিণত হন, যখন তিনি দেশের বর্তমানের চেয়েও ভবিষ্যতের চিন্তা করেন বেশি। জিয়াউর রহমান ছিলেন তেমনিই একজন শাসক। দূরদর্শী এই নেতা শুধু বাংলাদেশের বর্তমান নিয়েই চিন্তা করতেন না, ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবতেন। তিনি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর শাসনামলের বেশির ভাগ সময় ব্যস্ত ছিলেন। শক্তিশালী ও আধুনিক সেনাবাহিনী গঠন, আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা 'সার্ক' গঠনের উদ্যোগ এবং মুসলমান রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অটুট রেখে, রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিয়ে তিনি একজন সফল রাষ্ট্রনায়কে পরিণত হয়েছেন।

তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাংলাদেশ টিকে থাকার জন্য একটি শক্তিশালী ও শৃঙ্খলাপরায়ণ আর্মি প্রয়োজন। তাই আমাদের দেশে এমন আর্মি গড়ে তোলার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। বাংলাদেশ আর্মির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি থেকে শুরু করে আধুনিকায়নের কৃতিত্ব মূলত শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানেরই।

এক্ষেত্রে একটি কথা মনে রাখা দরকার, যদিও তিনি সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন, তবু তিনি সব সময় মনে করতেন সেনাবাহিনীর ভূমিকা ও রাজনীতিবিদদের ভূমিকা পৃথক। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের স্বার্থেই 'অৎসবফ ভড়ৎপবং ংযড়ঁষফ নবঁ হফবৎ ঃযব পড়হঃৎড়ষ ড়ভ ঃযব ঢ়ড়ষরঃরপরধহংহু এ জন্য তিনি ঢ়ড়ষরঃরপধষ ঢ়ৎড়পবংং ফিরিয়ে এনেছিলেন। তিনি এই কথা বলতে বেশি পছন্দ করতেন যে, চড়ষরঃরপং ংযড়ঁষফ নব সধফব নু ঢ়ড়ষরঃরপরধহং ধহফ ধৎসবফ ভড়ৎপবং ংযড়ঁষফ নব সধফব নু ধৎসু.

জিয়াউর রহমানের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রবর্তনে। তিনি বুঝেছিলেন, বাংলাদেশ শুধু জাতিগত 'বাঙালি' পরিচয়ে পরিচিত হবে না, একই সঙ্গে মুসলমানসহ অন্য ধর্মের পরিচয়ও রয়েছে। এসব পরিচয়কে একত্রিত করতে হবে। তিনি যে রাজনৈতিক দল বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেন, তার মূলে ছিল এই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এগুলোই ছিল তাঁর মূল অবদান।

একজন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে জিয়াউর রহমান সব সময় অন্যের চড়রহঃ ড়ভ ারবি বোঝার চেষ্টা করতেন। এ জন্য তিনি বিভিন্ন দলের লোকের সঙ্গে আলোচনা করতেন। তিনি খুবই সহনশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন প্রতিভাবান সংগঠক। তিনি সেনাবাহিনী ও একটি রাজনৈতিক দল সংগঠিত করেছিলেন। তিনি যে ১৯ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করেছিলেন, তার যৌক্তিকতা আজো সমানভাবে রয়ে গেছে। এই ১৯ দফার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর রাজনৈতিক দর্শন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রেও তিনি সফলতা দেখিয়েছিলেন। জিয়াউর রহমান বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তিনি দেশকে ভারতের আধিপত্য থেকে মুক্ত করার জন্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক যেন সৌহার্দ্যমূলক হয় তার জন্য চেষ্টা করেছেন। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তিনি এমন একটি ধারা অনুসরণ করতেন, যার মূল কথাই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অটুট রাখা।

তিনি যে আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গঠনের চিন্তা করেছিলেন, তার মূলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অটুট রাখার চিন্তাই ছিল। তিনি সার্কের স্বপ্নদ্রষ্টা। জিয়াউল হকের সময়কার পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আগা শাহীর সঙ্গে কাঠমান্ডুতে আমার একবার দেখা হয়েছিল। তিনি সার্কের ব্যাপারে বলেছিলেন, 'আমরা যখন সার্কের কথা শুনি, তখন মনে হয়েছিল, জিয়াউর রহমান কি ভারতের দালাল? তারপর দেখলাম, না, তিনি

aspbd.com
your application service provider
service@aspbd.com
Bangla Dynamic PDF Creator

স্বাগত ১৪১৬

সেনাবাহিনী, রাজনৈতিক দল ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ রাষ্ট্রনায়ক জিয়াউর রহমান

সত্যিকার অর্থেই চাচ্ছেন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে।' আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্কের যে ধারণা, তা জিয়াউর রহমানের নিজের। এ ধারণার বীজ বপন করে তিনি দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন।

জনগণের প্রতি জিয়াউর রহমানের কমিটমেন্ট ছিল। এই কমিটমেন্ট থেকেই তিনি মাইলের পর মাইল হাঁটতে পারতেন। সে সময় অনেক সিভিল সার্ভেন্টের সঙ্গে আমার আলাপ হতো। তারা বলতেন, 'লোকটি পাগল নাকি, মাইলের পর মাইল হাঁটেন কীভাবে?' অবশ্য পরে তারা তাঁর আন্তরিকতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

জিয়াউর রহমানের শাসনামল ছিল মাত্র সাড়ে ৩ বছরের। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বাংলাদেশকে একটি ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছিলেন। তাঁর শাসনামল ছিল সবদিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য। এ সময়ের মধ্যে তিনি রাজনীতির দ্বার উন্মুক্ত করেন। তার অব্যবহিত আগে রাজনীতির যে বন্ধ্যাত্ব ছিল তা কাটিয়ে ওঠার জন্য বহুদলীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। গণতন্ত্রের প্রাণ রাজনৈতিক দলগুলো তাঁর আমলেই জীবন লাভ করে। একই সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিও ঘটে। এ সময়ে অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের উন্নয়ন হয়েছে।

মুখে মুখে নয়, তিনি আসলেই বিশ্বাস করতেন জনগণই ক্ষমতার উৎস। তিনি মনে করতেন, গ্রামের উন্নতির অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশের উন্নতি হওয়া। এ জন্য তিনি বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। কৃষি উন্নয়নে তিনি খালকাটা কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। এই কর্মসূচির পুরোপুরি বাস্তবায়ন হলে শুষ্ক মৌসুমে পানির সঙ্কট দেখা দিত না। বর্ষা মৌসুমে পানি ধরে রাখা যেত।

আমার সঙ্গে তাঁর মাঝে মাঝে আলাপ হতো। কথাবার্তায় তিনি ছিলেন ইন্টেলিজেন্ট। পোশাকে-আশাকে ছিলেন কেতাদুরস্ত। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। সবকিছু নিয়ে ছিল তাঁর সমান আগ্রহ।

রাজনীতি, অর্থনীতি থেকে শুরু করে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা এবং এমনকি সঙ্গীত জগতের খোঁজখবরও তিনি রাখতেন। একদিন তাঁর অফিসে বসে আছি। তিনি তাঁর একজন স্টাফকে বললেন ফুটবলার সালাহউদ্দিনকে ডেকে দিতে। সালাহউদ্দিন তখনকার ফুটবলের একজন জনপ্রিয় খেলোয়াড়। কিন্তু আমি চিনতাম না, এমনকি তাঁর সম্পর্কে জানতামও না। তিনি কে, জিজ্ঞেস করতেই জিয়াউর রহমান বললেন, 'জানেন না, তিনি তো আমাদের দেশের একজন জনপ্রিয় ও প্রতিভাবান ফুটবল খেলোয়াড়।' সালাহউদ্দিনের নাম তখন তাঁর কাছ থেকেই প্রথম শুনি। এই সালাহউদ্দিন আজ বাংলাদেশ ফুটবলে অন্যতম খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব।

শুধু তাই নয়, ভালো, মেধাবী এবং উদ্যমী লোকদের তাঁর পার্টিতে জড়ো করতে পেরেছিলেন। মফস্বলের একজন উকিলের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তিনি ভালো মানুষ, পাশাপাশি ভালো সংগঠকও। তিনি বিএনপির একজন নেতা। তাকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, রাজনীতিতে তিনি কীভাবে সম্পৃক্ত হলেন? তিনি বললেন, 'আমাদের মহকুমার এসডিও সাহেব একদিন ডেকে বললেন, রাষ্ট্রপতি সাহেব আপনাদের মতো লোকদের খুঁজছেন। জিয়াউর রহমানের সঙ্গে আলাপ হলো। ভালো লাগল। তারপর দলে যোগ দিলাম।'

তখনকার পিজি হাসপাতালের (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়) এক চিকিৎসকের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। এখন তিনি আর দেশে নেই। অনেকদিন আগে বিদেশ চলে গেছেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে একদিন বললেন, "হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছি। আমার সামনে দিয়ে রাষ্ট্রপতির গাড়ির বহর যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ আমার সামনে এসে গাড়ির বহর থেমে যায়। গাড়ি থেকে নামলেন যিনি, দেখলাম তিনি রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। তিনি বললেন, 'গাড়িতে উঠুন।' আমি দ্বিরুক্তি করিনি। একেবারে সোজা বঙ্গভবনে। নেমে জিজ্ঞেস করলেন কবি কাজী নজরুল ইসলামের চিকিৎসার বিষয়ে।" একজন হোমিও চিকিৎসককে কবি নজরুলের চিকিৎসা করতে বলেছিলেন জিয়াউর রহমান। এখন তার অফিস বনানীতে। ডাক্তার একদিন আমাকে বলেছিলেন, হোমিও চিকিৎসায় নজরুলের বেশ উন্নতিও হয়েছিল।

অনুলিখন : মাহাবুবুর রহমান

(সধযধনঁন৮২ফঁ@ুধযড়ড়.পড়স)

(সমাপ্ত)